কুঁড়ি থেকে ফুল

যুথিকা বড়ুয়া

(তিন)

আকাশ পরিস্কার। তারায় ঝলমল করছে। একটুও মেঘ নেই কোথাও। মনেই হচ্ছে না সন্ধ্যে থেকে ঝড়-বৃষ্টি বয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের মধ্য আকাশের গায়ে উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। রাস্তার যানবাহনগুলি সব যথারীতি চলাচল করেছে, শোনা যাচ্ছে। মন-মানসিকতাও খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে মহুয়ার। ভিতরে ভিতরে অস্ফূট খুশীতে ভরে ওঠে। নিখিলেশের এ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে উচ্ছাসিত মনে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যায় ড্রইং-রুমের দিকে। ড্রইং-রুমে ঢুকতেই রেকর্ড-প্লেয়ারের তীব্র আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে মধুর ঝংকারে ভেসে আসে রবীন্দ্রসঙ্গীত। "আমার এ পথ / তোমার পথের থেকে অনেক দূরে / গেছে বেঁকে গেছে বেঁকে / আমার এ পথ।"

থমকে দাঁড়ায় নিখিলেশ। একগাল হেসে বলল,-"বাহঃ, চমৎকার! রবী ঠাকুরের প্রতিটি গানই মনকে ছুঁয়ে যায়!"
বলে সুরে সুর মিলিয়ে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ থেমে বলল,-"সত্যি, অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। ভাবছি, এবার এখানেই থেকে যাবো!"

বিস্ময়ে ছেয়ে যায় মহুয়া। উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে,-"এ্যাঁ, এখানে মানে!"

-"কেন, ভারতবর্ষে!" দৃঢ় জবাব নিখিলেশের। মহুয়ার দিকে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,-"আপনি কি ভেবেছিলেন?"

-"না, না, আমি বলছিলাম, আপনি কোলকাতায় ডাক্তারি করবেন! ভালোই তো! চাইল্ড্ স্পেশালিষ্ট বলে কথা। নিউ প্যারেন্টস্দের জন্যে এটা একটা গুড্ নিউজ। কি বলেন, তাই না!"

-"হ্যাঁ, এই-ই তো! আর কি!"

বাঁকা চোখে তাকায় মহুয়া। প্রতিবাদের সুরে বলল,-"বারে, আর কিছুই নয়?"

ফিক্ করে হেসে ফেলল নিখিলেশ। বলল,-"আর কি? বলুন!"

-"কেন, প্রতিদিন শুভ্রাদির হাতের মজার মজার রান্না খাবেন!"

-"সেটা তো কম্পালসারিই বলতে হয়! দেবর বলে কথা!"

নিখিলেশের হাতটা খপ্ করে ধরে ওকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে মহুয়া বলল,-"এবার একটু রিল্যাক্স হয়ে বসুন দেখি! গান শুনুন! আমি চা-জল-খাবার নিয়ে আসছি।" বলে কিচেনরুমের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল ও'।

ড্রইং-রুমের চারিধারে আয়না বাঁধানো। নিজের চেহারা আয়নাতে নজরে পড়তেই আঁতকে ওঠে মহুয়া,-"ও গড্, কি অর্ড লাগছে দেখতে। চোখমুখ, সর্বাঙ্গ এলোমেলো যে! কি ভাবলো কে জানে নিখিলেশ। নিশ্চয়ই শুভ্রাদিকে গিয়ে বলবে। দূর, বললে বলুক গে। আমার খবর কে রাখে!"
বিড়বিড় করতে করতে পড়নের কাপড়টা ড্রেস দিয়ে পড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো কিচেনরুমে। ঢুকেই মনে পড়ে,-ওঃ সীট্, খাবারগুলি তো সব ডাষ্টবিনে! নিখিলেশকে এখন কি দিই!
বড্ড আফশোস হয় মহুয়ার। ইস্, এতোগুলি খাবার! কেন যে ফেলে দিলো, থাকলে এখন নিখিলেশকে দেওয়া যেতো। মজা করে খেতো বেশ! কে জানতো, নিখিলেশ আজই হুট্ করে এসে পড়বে!"

দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় বড় ঋষি মুণিদের ছবিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিল নিখিলেশ। কখন যে মহুয়া এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে, টের পায় নি। সঙ্গে নিয়ে এসেছে লেবুর শরবত আর কিছু মুখরোচক খাবার। হঠাৎ চুড়ির ঠুন্ঠুন্ শব্দে ও' চমকে ওঠে।
মহুয়া বলল,-"ছবিগুলি খুব রিসেন্ট বাঁধানো হয়েছে। হরিদ্বার থেকে আনা। ধরুন, গলাটা ভিজিয়ে নিন। একটু পরেই চা আনছি।" বলতে বলতে শরবতের গ্লাসটা তুলে দিলো নিখিলেশের হাতে। আর তৎক্ষণাৎ এক চুমুকে ঢক্ ঢক্ করে পান করে নিখিলেশ বলল,-"আহ্ঃ, এতক্ষণে প্রাণটা জুড়োলো। কি তেষ্টাই না পেয়েছিল!"

-"এঁ্যা, আপনার তেষ্টা পেয়েছিল, এতক্ষণ বলেন নি কেন?" বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল মহুয়া।

গ্লাসের গায়ে আঙ্গুলে টোকা দিতে দিতে নিখিলেশ বলল,-"কখন বলবো বলুন তো! আমায় তো সময়ই দিলেন না! যা নাটক দেখালেন!"

ফোঁস করে ওঠে মহুয়া। ভ্রু-যুগল কুঁচকিয়ে বলে,-"কি, এতক্ষণ আমি নাটক দেখাচ্ছিলাম? আমায় কি নটঙ্কির মতো লাগছে? বলা নেই, কওয়া নেই, হুট্ করে এসে পড়লেন। একবার ভেবে দেখুন তো, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন? কিই বা আর করতেন, হতেন মহিলা, তবেই বুঝতে পারতেন!"

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিখিলেশ বলল,-"বাব্বা, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না। আমায় অবাক করে দিলেন!"

-"কেন, এতে অবাক হবার কি আছে! আমি কি জানতাম, এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আপনি এসে পড়বেন! আর তা'ছাড়া...!"

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মহুয়া। ওর মুখের হাবভাবে ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল নিখিলেশের। গম্ভীর হয়ে গেল মহুয়া। ম্লান হেসে বলল,-"উপহাস করছেন, করবেনই তো! নিয়ত যখন খারাপ হয়,তখন পিঁপড়েও খোঁচা মারে! আই মীন, দুর্বলকেই বেশী কষ্ট দেয় মানুষ!"

মুখখানা হঠাৎ মলিন হয়ে গেল নিখিলেশের। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। গিল্টি ফিল করে। শুকনো একটা হাসি ফুটিয়ে বলল,-"না, না, তা নয় মিস্ ব্যানার্জী! এতো সিরিয়াসভাবে নিচ্ছেন কেন আপনি? আই এ্যাম্ যাষ্ট যোকিং! আপনি সামান্য ব্যাপরে এতখানি চটে যাবেন, তা কখনোই ভাবিনি।"

মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় মহুয়া। আলমিরার ড্রয়ারটা খুলে কি যেন খোঁজার ভান করে বলল,-"এটা কিন্তু ভালো নয় নিখিলেশ বাবু! এ ধরণের যোক্ আমি মোটেই পছন্দ করি না॥"

-"যাব্ বাবা, দিলেন তো ফ্যাসাদে ফেলে! বৌদি তা'হলে ঠিকই বলেছিল!"

চোখ পাকিয়ে তাকায় মহুয়া। গম্ভীর হয়ে বলল,-"কি-কি বলেছে শুভ্রাদি?"

আমতা আমতা করে নিখিলেশ বলল,-"তে-তেমন মারাত্মক কিছু নয়। একদিন কথায় কথায় বলছিল, ফাঁদে পড়লে আর রক্ষে নেই!"

চটে যায় মহুয়া। চোখমুখ ওর বিবর্ণ হয়ে যায়। অসন্তোষ দৃষ্টিতে তাকায়। হঠাৎ খই ফোটার মতো ঠোঁটের ডগা দিয়ে ওর বুলি ছুটতে থাকে। -"কি, রক্ষে নেই মানে! কার রক্ষে নেই? আপনার না আমার? থাকুন না ক'টা দিন, শুভ্রাদি নিজেই টের পাবে। ওর বিয়ের পরই না আপনি দেশান্তর হলেন, ওই বা আর জানবে কি করে!"

নিখিলেশ নিরুত্তর। মহুয়ার আপদমস্তক নজর বুলিয়ে মনে মনে বলল,-কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা। এ তো দেখছি একেবারে নাস্তানাবুদ করেই ছাড়বে। কিন্তু সে অপেক্ষা আর রাখে না। ইতিপূর্বেই জেরায় পড়ে যায় মহুয়ার। -"কি, কিছু বলছেন না যে! এবার উত্তর দিন!"

ফিক্ করে হেসে ফেলল নিখিলেশ। হাতের গ্লাসটা টি-টেবিলে রেখে প্লেট থেকে ক'টা কাজুবাদাম নিয়ে টপাটপ মুখে পুরে দিয়ে বলল,-"ও.কে মিস ব্যানার্জী, আজ তা'হলে আমি উঠি, কেমন!"

মৃদু হেসে মহুয়া বলল,-"রাগ করেছেন!"
নিখিলেশ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বলল,-"এ কি, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

নমস্কার জানিয়ে নিখিলেশ বলল,-"আজ চলি মিস্ ব্যানার্জী, আরেক দিন আসবো!" বলে এ্যাটাচিটা তুলে নেয় হাতে।
মহুয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে এ্যাটাচিটা টেনে নেয়। ভ্রু-যুগল উত্তোলণ করে প্রতিবাদের সুরে বলে,-"আপনি কি শুরু করেছেন বলুন তো! সেই তখন থেকে খালি মিস্ ব্যানার্জী, মিস্ ব্যানার্জী করছেন! আমার নাম নেই বুঝি! কোনো কথা শুনছি না! এতকাল পর এসেছেন, খেয়ে যেতেই হবে, ব্যস!"

মাথা নেড়ে নিখিলেশ বলল,-"বেশ, তাই-ই হবে। কিন্তু একটা সর্তে, সারাক্ষণ ঐ নিখিলেশ বাবু, নিখিলেশ বাবু করা চলবে না!"

স্বলজ্জে হাসল মহুয়া। বলল,-"বারে, তা বলে আপনাকে নাম ধরে ডাকবো না কি? আপনি হাসছেন কেন? চালাকি হচ্ছে, না! ওসব কিচ্ছু শুনছি না।"
বলে দ্রুত দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যায় নিখিলেশ। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মহুয়ার মুখের দিকে। মনে মনে বলল,-আশ্চর্য্য, এতো শীর্ঘ্রই এতখানি ঘনিষ্ঠতা! এতো আন্তরিকতা! এ তো ভাবাই যায় না। অথচ মনের অগোচরে কখন যে বন্ধুত্ব হলো, কখন হৃদ্যতা গড়ে উঠল, নিখিলেশ নিজেও টের পেলো না। কিন্তু আজ ও' বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে মহুয়ার পাল্লায়। ও' একেবারে নাছোড়বান্দা। না খাইয়ে যেতেই দেবে না। ওর এ্যাডিচুট দেখে নিঃসন্দেহেই বোঝা যায়, বড্ড জেদী, একরোখা মেয়ে। এখনও ছেলেমানুষিই যায় নি ওর। একটুতেই চটে যায়।
ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ আবার বসে পড়ল সোফায়। মনে মনে হাসলও। খানিকটা কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলো,-"তা নয় মানলাম, কিন্তু ম্যাডাম্ আপনি আমাকে খাওয়াবেন কি শুনি!"

-"কেন? যা খেতে চাইবেন। আপনি যা খেতে ভালোবাসেন!"

-"আর ইউ সিওর?"

মাথাটা নেড়ে বলল,-" ইয়েস স্যার! আই এ্যাম নট্ যোকিং লাইক ইউ! একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর!"

-"তা'হলে তো খেয়ে যেতেই হয়। আগে জানলে প্রিপেয়ার হয়ে আসতাম!"

-"প্রিপেয়ার হয়ে আসতেন মানে! ফর্ হোয়াট?"

-"মানে, আপনার এখানেই থেকে যাবার ব্যবস্থা করতাম, এই আর কি!"

অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকায় মহুয়া। গলার স্বর কিঞ্চিৎ বিকৃতি করে বলল,-"কিন্তু এখানে নয় মশাই, রেষ্টুরেন্টে! আমি তো আর জানতাম না আপনি আসবেন! অগ্রীম জানা থাকলে নিশ্চয়ই রান্না করে রাখতাম। আপনি বসুন, আমি এক্ষুণিই রেডি হয়ে আসছি।"

-"ও.কে ম্যাডাম্, হাড়িয়াপ! ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে দেখি, একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কি না।"

যুথিকা বড়ুয়া ঃ টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com